দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR. 05 2000

তারিখ ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ৪ ...

৭২

# এসএসসি পরীক্ষাব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে

## কিছু বাদে দেশের সব কেন্দ্র নকলবাজদের দখলে

**জনকণ্ঠ রিপোর্ট**

দেশের পাঁচটি শিক্ষাবোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছে। শহরাঞ্চলের কিছু কেন্দ্র বাদে পুরো দেশের কেন্দ্রগুলোই নকলবাজ ছাত্র আর নকল সরবরাহকারীদের দখলে চলে গেছে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জনকণ্ঠের সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর অনুযায়ী, কোথাও কোন পরীক্ষা হচ্ছে না। হচ্ছে পরীক্ষার নামে বই দেখে লেখা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, শিক্ষকগণ ইচ্ছামতো পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো চালাচ্ছে। সর্ববৃহৎ এই পাবলিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে শনিবার শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৪ হাজার ৯৮৮ পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। একই সাথে বহিষ্কৃত হয়েছে প্রায় ৩০ শিক্ষক। এ ছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের দাখিল পরীক্ষায় বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। এই পরীক্ষায়ও ব্যাপক নকল হয়েছে বলে আমাদের সংবাদদাতারা জানিয়েছেন। পাঁচ বোর্ডের মধ্যে শনিবার সর্বাধিক বহিষ্কৃত হয়েছে রাজশাহী বোর্ডে— ২ হাজার ১৫২। এ ছাড়া ঢাকা বোর্ডে ১ হাজার ২৭, কুমিল্লা বোর্ডে ৭৩৮, যশোর বোর্ডে ৭১১ এবং চট্টগ্রাম বোর্ডে ৩৬০ পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, রেবতী মোহন পাইলট স্কুল এ্যান্ড

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

## এসএসসি পরীক্ষা ব্যবস্থা

(প্রথম পাতার পর)

কলেজ কেন্দ্রে ব্যাপক নকল হয়েছে। নকলের খবর যাতে বাইরে না যেতে পারে সেজন্য ম্যাজিস্ট্রেট আরিফ হাসান সাংবাদিকদের কেন্দ্রে ঢুকতে দেননি। অবশ্য থানা নির্বাহী কর্মকর্তা স্থানীয় ১০ সাংবাদিককে কেন্দ্র পরিদর্শনের লিখিত অনুমোদন প্রদান করেছেন। শান্তাহার থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, শান্তাহারসহ আদমদীঘি থানার ৩টি কেন্দ্রে পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনেও ব্যাপক নকল হয়েছে। নশরতপুর উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে নকলে সহযোগিতার অভিযোগে ৩ পরিদর্শককে বহিষ্কার করা হয়েছে। এঁরা হচ্ছেন বিহিগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম ও গোপেন চন্দ্র এবং কড়ই কাবেল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শাহজাহান সিরাজ। এ ছাড়া শান্তাহার এসএমআই একাডেমীর শিক্ষক নজরুল ইসলামকেও বহিষ্কার করা হয়। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে কেন্দ্রগুলোর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা করতে গিয়ে পুলিশ-নকল সরবরাহকারীদের সংঘর্ষ, লাঠিচার্জ, রাবার বুলেটে ১০ পুলিশসহ শতাধিক আহত হয়েছে। শাহজাদপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য প্রভাষক আবুল কাশেমের ছেলের ব্যাপকভাবে নকল করার খবর পত্র-পত্রিকায় ছাপা হলে শনিবার রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর খন্দকার খলিলুর রহমান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মনসুর রহমানসহ উর্ধতন কর্মকর্তারা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

সাভার থেকে হরিরাম দাস জানান, সাভার বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে পুলিশ ৫০ থেকে ১০০ টাকার বিনিময়ে নকল সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে। আমিন বাজার মফিদ-ই-আম ও সাভার অধরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থীদের বই-এর পাতা খুলে লিখতে দেখা গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব কেন্দ্রে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট নকল ধরতে গিয়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের বাধার সম্মুখীন হন। ঝালকাঠীর রাজাপুর কেন্দ্র থেকে নকল সরবরাহের সময় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সদর থানা ছাড়া রাজাপুর, নলছিটি, কাঁঠালিয়া ও আমুয়া কেন্দ্রে ফ্রী স্টাইলে নকল হয়েছে। নলছিটি কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের বেঞ্চের ওপর বই উঠিয়ে লিখতে দেখা গেছে।

জামালপুর থেকে সংবাদদাতা জানান, বেলা ১২টার সময় সদর থানার বাংলাদেশ উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, পুলিশের বেষ্টনি ভেদ করে বহিরাগতরা কেন্দ্রে ঢুকে পরীক্ষার্থীদের নকল দিচ্ছে। অন্যান্য কেন্দ্রগুলোরও একই অবস্থা।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে রিয়াজউদ্দিন জামি জানিয়েছেন, পরীক্ষার হল তো নয়, যেন নকলের হাটবাজার। কসবা সরকারী হাইস্কুল কেন্দ্রের চারদিকে হাজার হাজার লোক ভিতরে নকল দিতে ব্যস্ত। ভিতরে রয়েছে নকলের সহায়তাকারী একশ্রেণীর লোক। কেউ সমাজ সেবক (!) আবার কেউ ম্যানেজিং কমিটির সদস্য। তাদের প্রত্যক্ষ মদদে নকল চলছে, এই কেন্দ্রটিতে শিক্ষকদের সহায়তায় মূলত ব্যাপক নকল হয়। ম্যাজিস্ট্রেট অথবা অপরিচিত কাউকে দেখলে শিক্ষকরাই সতর্কবাণী দিচ্ছে। পঞ্চগড়ে ৫ পরিদর্শককে বহিষ্কার করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, গৌরীপুর আরকে উচ্চ বিদ্যালয় ও গৌরীপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র দু'টিতে গিয়ে মনে হয়েছে, এগুলো কোন পরীক্ষা কেন্দ্র নয়, মেলা। বহিরাগত নকল সরবরাহকারী ও নেতাদের দখলে ছিল কেন্দ্রগুলো। কোন রাখঢাক না রেখেই বই দেখে উত্তর লিখেছে পরীক্ষার্থীরা। শিক্ষকরাও সহায়তা করেছে। ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি বিরোধী দলের নেতাকর্মীরাও নকল চলায় সহায়তা করেছে। গৌরীপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে ৪ নকল সরবরাহকারীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। কুমিল্লার রায়পুর কেন্দ্র থেকে দু' পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। যশোর তালা ... সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৯ হল পরিদর্শককে বহিষ্কার করা হয়েছে। শিক্ষাবোর্ডের ভিজিলেন্স টিম [illegible] করে। নরসিংদী জেলার মনোহরদী ... উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে এক ভুয়া পরীক্ষার্থীকে গ্রেফতার করে হাজতে প্রেরণ করা [illegible]

আধাপাকা, ৬৯টি কাঠের ও টিনের এবং ১৮১টি কাঁচা স্থাপনা। পাকা দখলদারদের মধ্যে রয়েছে— লবণচরায় বাংলাদেশ সী ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ ও এশিয়ান সী ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ, টুটপাড়ায় রুহুল আমিন, আলহাজ খলিলুর রহমান, শেখ কামালউদ্দিন, শেখ আবদুল্লাহ, লাজুক ফিস, সুন্দরবন সী ফুড, রকি ডকইয়ার্ড, দাদাজী ডকইয়ার্ড, হাসেম ফরিদী ও ইস্টার্ন সী ফুড, বাগমারায় ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোর্ট, চাঁদতারা ডকইয়ার্ড ও জাহানাবাদ সী ফুড। রামনগরে রূপসা ডকইয়ার্ড ও চৌধুরী ডকইয়ার্ড, আইচগাতিতে আলম এ্যান্ড কোং, জাফর এ্যান্ড কোং ও আমান সী ফুড, দেয়াড়ায় খান সফিউল্লাহ। দেবনগরে দৌলতপুর ট্রেডার্স, বানিয়া খামারে বিআইডব্লিউটিসি, মহেশ্বরপাশায় পূবালী জুট বেলিং, রেলী ব্রাদার্স জুট প্রেস ও ইউনাইটেড জুট প্রেস, মীরেরডাঙ্গায় সেলিম ইজারাদার ও রাজাপুরে এনসি রায়। আধা পাকা দখলদারদের মধ্যে রয়েছে টুটপাড়ায় ইস্টার্ন সী ফুড, ডাঃ এ আলী, তাহের আলম, গাজী রেজাউল করিম, সিরাজ চৌধুরী, রুস্তম আলী হাওলাদার, আলী আহাম্মদ খান ও কামরুল ইসলাম।

ভূমি দখলের প্রতিযোগিতায় সবলই জয়ী হচ্ছে। এ দখলদারদের শক্তির উর্ধে রাজনীতি, ক্ষমতাসীন দল ও প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততা। এই সবল-প্রবল দখলদাররা ফাঁকা জমি ছাড়াও অপেক্ষাকৃত দুর্বল দখলদারকে হটিয়ে দিয়ে জমি দখল করে নিচ্ছে।

ঢাকার বুড়িগঙ্গা দখলের মতোই রূপসা দখলের প্রক্রিয়া। বাঁশ দিয়ে জালি বেড়া তৈরি করে পানির মধ্যে কাঠ বা ইট ফেলে রাখা হয়। সেখানে জোয়ারের পানিতে বয়ে আনা পলি জমে। এভাবেই প্রসারিত হয় তীর।

নদীবন্দর কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বিআইডব্লিউটিএ'র এক কর্মকর্তা জানান, নদী দখলকারীদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ অসহায়। দখলদারদের কবল থেকে জমি উদ্ধারের কোন ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের নেই। একমাত্র রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই নদী দখল বন্ধ করতে পারে।